২৭) ভারতবর্ষে হুন আক্রমণ সম্পর্কে আলোচনা করো।

→

মধ্য এশিয়ার এক দুর্ধর্ষ, বর্বর এবং যাযাবর জাতি ছিল হুন রা। আনুমানিক 200 খ্রিস্টপূর্বাব্দে চিন দেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল থেকে অপর একটি জাতি-ইয়েচিং দেরকে বিতাড়িত করে ওই স্থান দখল করে। পরবর্তীতে খ্রিস্টীয় শতকে এই হুন জাতি দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়, এদের মধ্যে ছিল একটি কৃষ্ণকায় হুন এবং অপরটি ছিল শ্বেতকায় হুন। এই শ্বেতকায় হুন পারস্য রাজাদের পরাজিত করে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে আসতে শুরু করে। এই হুন জাতি ভারতবর্ষে চার দশকেরও বেশি পাঞ্জাবের কয়েকটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পৃথক হুন শাসন গড়ে তোলে।

ভারতে হুন আক্রমণের সূচনা হয় গুপ্ত সম্রাট প্রথম কুমার গুপ্তের রাজত্বকালে। পরে স্কন্দগুপ্তের সময় হুনরা পুনরায় আক্রমণ করলে স্কন্দগুপ্ত অত্যন্ত দক্ষতার সাথে হুনদের আক্রমণ প্রতিরোধ করেন। প্রাথমিক পরাজয়ের পর হুনরা কিছুকাল ভারত আক্রমণে বিরত থাকে। পরবর্তীতে হুন জাতির নেতা তোরমানের নেতৃত্বে হুনরা ভারত আক্রমণ করেন এবং তিনি পাঞ্জাবের পশ্চিম অংশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জয় করেন। তোরমান মহারাজাধিরাজ উপাধি নেন। তিনি গুপ্তসম্রাট ভানুগুপ্তের কাছে পরাস্ত হন। 515 খ্রিস্টাব্দে তোরমানের মৃত্যুর পর মিহিরকুল হুনদের নেতা হন। মিহিরকুল তাঁর রাজধানী শিয়ালকোটে স্থাপন করেন। কলহনের 'রাজতরঙ্গিনী' গ্রন্থে এবং হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণী থেকে অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার পরিচয় পাওয়া যায়। মিহিরকুল ছিলেন শিবের উপাসক। তিনি বহু বৌদ্ধ মঠ ও বিহার ধ্বংস করেন। অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার জন্য তিনি ভারতের এটিলা নামে পরিচিত ছিলেন।

মিহিরকুলের অত্যাচার ও নিপীড়ন থেকে ভারতবর্ষকে রক্ষা করেন গুপ্তরাজ বলাদিত্য বা নরসিংহগুপ্ত এবং মান্দাসোরের রাজা যশোবর্মন। 533 খ্রিস্টাব্দ নাগাদ মিহিরকুল পরাজিত ও বিতাড়িত হন। 542 খ্রিস্টাব্দে মিহিরকুলের মৃত্যুর পর

যোগ্য নেতার অভাবে হুনদের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি কমতে থাকে, এরপরে হুনরা সরাসরি এদেশের ভারতীয় ধর্ম, সংস্কৃতি ও সভ্যতার সাথে মিশে যায়

ভারতবর্ষে হুন আক্রমণ উত্তর ও পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রে বহু পরিবর্তনের সূচনা করেন। এই পরিবর্তনগুলি ছিল— (i) হুন আক্রমণের ফলেই গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত হয় এবং ভারতে আবার একাধিক রাজ্য গড়ে ওঠে। (ii) হুনদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ বহু ঐতিহাসিক দলিল পত্র তারা ধ্বংস করে এবং বহু প্রাচিন মঠ, মন্দির ও ঐতিহ্য তারা ধ্বংস করে। (iii) সামাজিক জীবনে হুন আক্রমণ একটি গাড়ির প্রভাব ফেলে। হুনদের সাথেই বহু প্রজাতির মানুষ ভারতে প্রবেশ করেছিল। এবং পরবর্তীতে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। এইসব বিদেশীরা ভারতীয় সভ্যতার সাথে মিশে এক নতুন সাংস্কৃতিক পরিবর্তন নিয়ে আসে।